২০৬

তারিখ 09 AUG 1997
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

দৈনিক জনকণ্ঠ

কৃষি ভার্সিটি ॥ পরীক্ষা শাখায় অনিয়ম চরমে

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শাখায় চরম অনিয়ম হয়েছে। এসব অনিয়মের মধ্যে রয়েছে যথাসময়ে ফল প্রকাশ না করা, ফল ঘোষণার আগেই তা জেনে যাওয়া, প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা বজায় রাখতে না পারা— ইত্যাদি।

নিয়মানুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশের বিধান থাকলেও বাস্তবে তা মোটেই কার্যকর হচ্ছে না। মাত্র ৩০/৪০ জন পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশ করতে এক মাসেরও বেশি সময় লাগছে। অনেক ক্ষেত্রে সময় এর চেয়েও বেশি লাগে। ফলে পরবর্তীতে ক্লাস শুরু করতে বেশি বিলম্ব হচ্ছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণার আগেই অনেকেই অজ্ঞাত কারণে তা জেনে যাচ্ছে। চূড়ান্ত পরীক্ষার খাতা কোন্ পরীক্ষক দেখবেন, টেবুলেশনের দায়িত্বে কোন্ শিক্ষক, কোন্ শিক্ষক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করছেন তা অজ্ঞাত কারণে জানাজানি হয়ে যায়। ফলে দেখা যায়, ফল প্রকাশের অনেক আগেই কতজন পাস/ফেল করেছে তা জানাজানি হয়ে যায়। এক শ্রেণীর কর্মচারী অজ্ঞাত কারণে মুখচেনা কিছু 'নেতা' ধরনের ছাত্রকে বলে দেয় কোন্ শিক্ষক প্রশ্ন করবেন। কোন্ শিক্ষক খাতা দেখবেন আর কোন্ শিক্ষক টেবুলেটরে দায়িত্ব পালন করবেন। এতে করে এক শ্রেণীর ছাত্র পরীক্ষার আগেই প্রশ্ন জেনে যায়। ফলও এরা আগেই জেনে নেয়।

পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর রেজাল্টশীট কিংবা পরীক্ষার খাতায় কোথাও কোন্ অসঙ্গতি সুনির্দিষ্টভাবে ধরা পড়লেও তা দূরীকরণের বিধান নেই। ঘোষিত ফল যেন চিরন্তন সত্য। অর্থাৎ খাতায় প্রদত্ত নম্বর চ্যালেঞ্জ করার কোন নিয়ম নেই। পরীক্ষা সংক্রান্ত যে অদ্ভুত বিধানটি রয়েছে তা হলো— উপাচার্যের অনুমতি নিয়ে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে তার পরীক্ষার খাতায় প্রাপ্ত নম্বর পুনর্গণনার আবেদন করতে পারে। অনুমতি পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। যদিওবা অনুমতি মেলে, খাতার পুনর্গণনাকৃত নম্বরের সাথে পূর্বের নম্বরের অসঙ্গতি ধরা পড়লেও ফল হেরফের হবে না। অথচ কোন ফল সম্পর্কে আপত্তি উঠলে শিক্ষা বোর্ডগুলো কিংবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহে পরীক্ষার খাতা প্রধান পরীক্ষক মনোনীত পরীক্ষণ বোর্ড দ্বারা পুনর্পরীক্ষা করে আগের ঘোষিত ফল বাতিল করে নতুন ফল তৈরির বিধান রয়েছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তা নেই। উল্লেখ্য, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিষয়ের জন্য প্রধান পরীক্ষকও নেই। যে কোন বিষয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকই সর্বেসর্বা। অনুষদের ডীন, একাডেমিক কাউন্সিল বা ভিসি— কারও ক্ষমতা নেই খাতার নম্বরের সংশোধনী আনার।